যুগান্তর

তারিখ . . 15 MAY 2014
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ৪

সৃজনশীল পদ্ধতি

'রেডিমেড' প্রশ্ন কিনলে এমপিও বাতিল!

যুগান্তর রিপোর্ট

স্কুল-মাদ্রাসায় 'সৃজনশীল' প্রশ্নপত্র কিনে পরীক্ষা নেয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যেসব স্কুল-মাদ্রাসা 'রেডিমেড' প্রশ্ন কিনে পরীক্ষা নেবে, তাদের এমপিও বাতিল করা হবে। এ কথা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জানিয়ে দিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) বুধবার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এর আগে সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন কেনা নিষিদ্ধ করে। গত জানুয়ারিতে ওই নিষেধাজ্ঞা জারির পরও বিভিন্ন

বাতিল : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

বাতিল : এমপিও

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এ ধরনের কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন শিক্ষা বিভাগেরই কর্মকর্তারা। নাম প্রকাশ না করে শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা এবং একাধিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ২০১০ সালে যখন শিক্ষা বোর্ডগুলো পাবলিক পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করে, তখন কথা ছিল একটি প্রশ্নব্যাংক তৈরি করা হবে। সরকার নিজের সেই কাজটি আজ পর্যন্ত করাতে পারেনি। কাজেই শিক্ষকদের ওপর চাপাচাপি অনর্থক এবং অনভিপ্রেত।

গত ফেব্রুয়ারিতে সরকারের এক অনুসন্ধানে ধরা পড়ে, এখনও ৩৮ ভাগ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিজেরা প্রশ্ন করতে পারেন না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসব শিক্ষক প্রশ্ন করতে পারেন না বলেই বাইরে থেকে তৈরি প্রশ্ন কিনে এনে পরীক্ষা নেন। 'একাডেমি সুপারভিশন' নামে সরকারি ওই অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যাতে নিজেরাই সৃজনশীল প্রশ্নমালা প্রণয়ন করতে পারেন এবং কেউ বাইরে থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করতে না পারেন সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

জানতে চাইলে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, সৃজনশীল প্রশ্ন নিজেরা প্রণয়ন করতে না পারলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ করে দেয়া হবে— এমন কোনো আদেশ তিনি এখনও পাননি। তবে সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি বাস্তবসম্মত নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে আরও কিছু করণীয় রয়েছে। তার অন্যতম হচ্ছে বোর্ডগুলোতে প্রশ্নব্যাংক তৈরি করা। এগুলো করার পর কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা কার্যকর হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সরকারের হিসাব অনুযায়ী ৬২ ভাগ স্কুল ও মাদ্রাসা সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারে বলে যে তথ্য রয়েছে সেটা পুরোপুরি সঠিক নয়। দেশের বিভিন্ন স্থানের জেলা ও উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই সংখ্যা কিছুতেই ২০ ভাগের বেশি হবে না। যে ৮০ ভাগ শিক্ষকই প্রশ্ন করতে পারেন না। তাদের কেউ কেউ সহকর্মীর কাছ থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন শিখছে। আর অনেকেই বাইরে থেকে প্রশ্ন কিনে পরীক্ষা চালিয়ে নিচ্ছেন।